দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

04

বাস ভাংচুর, যান চলাচল দু ঘন্টা বন্ধ

ছাত্র সংঘর্ষ ঃ গুলি বোমা আহত ২০।। টঙ্গী কলেজ বন্ধ

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ সোমবার টঙ্গী সরকারী কলেজে দুটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি ও বোমাবাজিতে ২০ জন ছাত্র আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে বুলেটবিদ্ধ তিনজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও হানাহানির আশংকায় কর্তৃপক্ষ ১৯ নবেম্বর পর্যন্ত ৫ দিন কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

টঙ্গী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ জানায়, কলেজের নবীনবরণ উৎসব-কে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে টঙ্গী থানায় ১৭ জনকে আসামী করে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলার নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দুটি ছাত্র সংগঠনের হানাহানি বন্ধের জন্যে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ কলেজ এলাকা ছাড়িয়ে টঙ্গী-গাজীপুর সড়কের চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উভয় দলের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কয়েকটি বাস ভাংচুর করে। ফলে ঢাকা- ময়মনসিংহ রোডে প্রায় দুই ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় যে তিনজন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে তাদের নাম তাজউদ্দীন, মনিরুজ্জামান ও হযরত আলী। এরা নিজেদেরকে ছাত্রদলের কর্মী বলে দাবি করেছেন। এদেরকে প্রথমে টঙ্গী হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়েছিল; পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

টঙ্গী থানা ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান নূর অভিযোগ করেন যে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা কলেজ এলাকায়

(৮-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংঘর্ষ ঃ গুলি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অস্ত্রের মহড়া দেয় এবং এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। অপরদিকে গাজীপুর জেলা ছাত্রলীগের সেক্রেটারী কাজী ইলিয়াস আহমেদ অভিযোগ করেন যে ছাত্রদলের কর্মীরা পুলিশের ছত্রছায়ায় থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। উভয় সংগঠনই কলেজ বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়েছে।